জীবন ঘনিষ্ঠ শত হাদীস

আল-ঈমান ইনস্টিটিউট

হাদীস কাকে বলে

আল-কুরআনের ব্যাখ্যা হল আল-হাদীস। এটি ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুয়তি জীবনের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (স.) যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন বা সমর্থন করেছেন তাকেই হাদীস বলা হয়। এছাড়া সাহাবী ও তাবেঈগণের বক্তব্যকেও হাদীস বলে। হাদীস বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিকে মুহাদ্দিস বলা হয়।

হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (স.) এর প্রতিটি কথা ও কাজের বিবরণ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে স্মরণ রাখতেন। কেউ কেউ তার অনুমতি নিয়ে কিছু কিছু হাদীস লিখে রাখতেন। হযরত আলী (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) সহ আরো অনেক সাহাবী কিছু কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, “আবদুল্লাহ ইবনে আমর ব্যতীত আর কোনো সাহাবী আমার চাইতে অধিক হাদীস জানতেন না। কারণ, তিনি হাদীস লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।”

মহানবী (স.) এর জীবদ্দশায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বহু কাজকর্ম লিখিতভাবে সম্পাদনা করা হতো। বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা, সরকারি কর্মচারী এবং জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত নির্দেশ প্রদান করা হতো। এছাড়া রোম, পারস্য প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশসমূহের সম্রাটদের সাথে পত্র বিনিময়, ইসলামের দাওয়াত এবং বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি ও সন্ধি লিখিতভাবে সম্পাদন করা হতো। এভাবে মহানবী (স.) আদেশক্রমে যা লেখা হতো তাও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। মহানবী (স.) এর ইন্তেকালের পর বিভিন্ন কারণে হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কুরআন মাজীদের সাথে হাদীস সংমিশ্রণ হওয়ার আশংকায় কুরআন পুর্ণ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করতে কেউ সাহস পায়নি। আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর খেলাফত কালে কুরআন মাজীদ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হলে সাহাবীগণ হাদীস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে আর কোন বাধা আছে বলে অনুভব করেননি। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে সাহাবি ও তাবেয়ীগণ প্রয়োজন অনুসারে কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।

উমাইয়া খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীস সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি মদীনার শাসনকর্তা আবু বকর বিন হাজম সহ মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন

জীবন ঘনিষ্ঠ শত হাদীস

১ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

সকল কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

Actions are to be judged only by intentions.

হাদীস বর্ণনাকারী: হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)
হাদীস গ্রন্থ: সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম

২ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ

যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো।

Fear Allah wherever you are.

হাদীস বর্ণনাকারী: হযরত আবু যার এবং মুআয ইবনে জাবাল (রা.)
হাদীস গ্রন্থ: জামেউত তিরমিযী

৩ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফিরের জান্নাত।

The world is a prison-house for a believer
and Paradise for a non-believer.

হাদীস বর্ণনাকারী: হযরত আবু হুরায়রা (রা.)
হাদীস গ্রন্থ: সহীহ মুসলিম

৪ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

কথা বলার পূর্বে সালাম।

The Salam is before talking.

হাদীস বর্ণনাকারী: হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)
হাদীস গ্রন্থ: জামেউত তিরমিযী

১৭ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِيْ مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّيْنِ

দুটি গুণ মুনাফিকের মধ্যে একসাথে থাকবে না: ভালো আচরণ এবং দ্বীনের জ্ঞান।

Two qualities are not found together in a hypocrite: good behaviour and knowledge

হাদীস বর্ণনাকারী: হযরত আবু হুরায়রা (রা.)
হাদীস গ্রন্থ: জামেউত তিরমিযী

১৮ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

আল্লাহ সুন্দর; তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন।

Allah is Beautiful, He loves beauty.

হাদীস বর্ণনাকারী: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)
হাদীস গ্রন্থ: সহীহ মুসলিম

১৯ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ

মজলুমের অভিশাপ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ তার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।

Be afraid, from the curse of the oppressed as there is no screen between his invocation and Allah.

হাদীস বর্ণনাকারী: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)
হাদীস গ্রন্থ: সহীহ আল-বুখারী

২০ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ

ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ওপর অভিশাপ।

The curse of Allah is upon the one who offers a bribe and the one who takes it.

হাদীস বর্ণনাকারী: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)
হাদীস গ্রন্থ: ইবনে মাজাহ

৩৪ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক না করে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

he who dies worshipping God alone will enter paradise.

হাদীস বর্ণনাকারী: হযরত জাবের (রা.)
হাদীস গ্রন্থ: সহীহ মুসলিম

৩৫ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ

নিশ্চয় সাদাকা প্রভুর ক্রোধকে নিবারণ করে।

Sadaqa appeases the Lord's anger

হাদীস বর্ণনাকারী: হযরত আনাস (রা.)
হাদীস গ্রন্থ: জামেউত তিরমিযী

৪০ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে।

It is not lawful for a Muslim that he should keep his relations estranged with his brother beyond three days.

হাদীস বর্ণনাকারী: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)
হাদীস গ্রন্থ: সহীহ মুসলিম

৪১ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

And he who cheats us does not belong to us.

হাদীস বর্ণনাকারী: হযরত আবু হুরায়রা (রা.)
হাদীস গ্রন্থ: সহীহ মুসলিম

৫১ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যার সর্বশেষ কথা হবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

If anyone’s last words are ‘There is no god but God,’ he will enter paradise.

হাদীস বর্ণনাকারী: হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.)
হাদীস গ্রন্থ: আবু দাউদ

৫২ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

مَنْ لَمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

যে আল্লাহর কাছে চায় না তার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হন।

Indeed, he who does not ask Allah,
he gets angry with him.

হাদীস বর্ণনাকারী: হযরত আবু হুরায়রা (রা.)
হাদীস গ্রন্থ: জামেউত তিরমিযী